R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন ঃ ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ২৪শে জুলাই, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

জেলার কলঙ্কিত অফিসার সেদিনও মহকুমায় কলঙ্কিত ছিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের প্রাক্তন মহকুমা শাসক মনীশ রায় অবসর নেবার মাত্র দু' মাস আগে গত ১৭ জুলাই বহরমপুরে তাঁর দপ্তরে ঘুষের দশ হাজার টাকা সমেত ধরা পড়ে গেলেন। ২০০০ এর আগষ্টে জঙ্গিপুর থেকে বদলী হয়ে মনীশবাবু মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের ডিরেক্টর এর দায়িত্ব নেন। জানা যায়, সুতী থানার কাদোয়া গ্রামের এক মুসলিম মহিলার কাছ থেকে একটা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা চান। এবং ঘটনার দিন তাঁর চেম্বারের মধ্যে দশ হাজার টাকা নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন মনীশ রায়। পরদিন কোর্টে তাঁর জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় বর্তমানে তিনি হাজতে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

মহকুমার সব ব্লকেই আই সি ডি এস-এ নতুন মুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার কয়েকটি ব্লকের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার সবকটি ব্লকেই শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের পদে নতুন মুখ আসছেন। এই ব্যাপক রদবদলের কারণ প্রসঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার প্রত্যপর্ণ সিংহরায়ের বক্তব্য—সরকারী নিয়মে চার বছর অন্তর বদলীর একটা রীতি চালু আছে। জেলার সব ব্লকেরই দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের চার বছর অতিক্রম হয়ে যাওয়ায় এদের পছন্দমত জায়গায় বদলী করা হয়েছে। প্রত্যপর্ণবাবু এই প্রসঙ্গে আরো জানান—কর্মী স্বল্পতার জন্য জেলার ২৬টি ব্লক এতদিন ১১জন অফিসারকে দিয়েই চালানো হচ্ছিল। এ বছর জেলা থেকে ৬জন অন্যত্র গেলেন। জেলায় এলেন ৯জন। এদের মধ্যে তিনজনের এখানেই প্রথম পোস্টিং। কর্মী অভাবে এতদিন সাগরদীঘির শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক অশোক পোদ্দারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয় ডোমকল, নওদা ও রাণীনগর ব্লকের। অশোকবাবু গেলেন বারাসত কিশলয় হোমে। সাগরদীঘিতে আসছেন জলপাইগুড়ি থেকে জগবন্ধু পাল। রঘুনাথগঞ্জ-১ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক স্বর্ণেন্দু মন্ডল গেলেন বাসন্তী। তাঁর জায়গায় আসছেন দীনহাটা থেকে মোহিত সরকার। স্বর্ণেন্দুবাবু এতদিন ভগবানগোলা ব্লকের দায়িত্বেও ছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের দীনবন্ধু সাহাকে সিউড়ী ব্লকে পাঠানো হলো। এতদিন লালগোলা ব্লকের দায়িত্বেও তিনি ছিলেন। এই ব্লকে আপাততঃ কেউ আসছেন না। সুতী-১ ব্লকের পার্থসারথি বসু গেলেন কৃষ্ণনগর-১ এ। সুতী-১ এ আসছেন শান্তনু হাজরা। এখানেই তাঁর প্রথম কর্মজীবন শুরু। এতদিন সুতী-২ এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের দায়িত্বও পার্থবাবুর উপর ছিল। সুতী-২ ব্লক আগের মতোই ফাঁকা থাকছে। সামসেরগঞ্জ ব্লকের দায়িত্ব নিচ্ছেন বিপ্লবকুমার বিশ্বাস। এখানেই তাঁর প্রথম পোস্টিং। ফরাক্কা ব্লকের দায়িত্বে এতদিন ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার নিজেই ছিলেন। এখানে পুরোপুরি দায়িত্বে এলেন মালদা থেকে অমিতাভ সেনগুপ্ত।

প্রাক্তন বিধায়কের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক আর এস পির আব্দুল হক গত ২০ জুলাই কলকাতায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৫। ১৯৬৭ সালে আর এস পির টিকিটে আব্দুল হক জঙ্গিপুরের জাঁদরেল কংগ্রেস প্রার্থী মুক্তিপদ চ্যাটার্জীকে হারিয়ে যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে প্রথম বিধায়ক হন। ১৯৬৯ সালেও তিনি নির্বাচিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হাবিবুর রহমানকে পরাজিত করেন। গত নির্বাচনে আব্দুল হককে দল থেকে প্রার্থী মনোনীত না করায় ভীষণভাবে তিনি (শেষ পৃষ্ঠায়)

কামধেনু বাছুর এখন দিনে চার লিটার দুধ দিচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামে একটি কামধেনু বাছুরের সন্ধান মিলেছে। ১৯৯৬ সালের পয়লা নভেম্বর বালিয়া দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি থেকে কৃত্রিম প্রজননের পর বাছুরটি ভূমিষ্ঠ হয় ১৯৯৭ সালের আগষ্ট মাসে। এ বছর মে মাসের শেষের দিকে গর্ভবতী না হয়েও বাছুরটি দুধ দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠলে সমবায় সমিতির ভরত দাস ও শ্রীনাথ দাস নামে দুজন কর্মচারী পয়লা জুন, ২০০২ বাছুরটির প্রেসন্যানসি ডাইগোনিসিস (পিডি) করে গর্ভবতী নয় প্রমাণ পান। এরপর তাঁদের পরামর্শ মত ৫ জুন ২০০২ থেকে বাছুরটির (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ নিবৃত্তি কীভাবে ? ॥

জম্মুর কালুচক ও কাশিমনগর। দুইটি স্থানে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া গণহত্যা সাধিত হইয়াছে। কালুচকে গত ১৪ মে এবং কাশিমনগরে গত ১৩ জুলাই। উভয় স্থানের গণহত্যাই জঙ্গীদের কার্যকলাপ। ১৪ মে'র গণহত্যায় ভারত সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা-গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। তদনুসারে ভারতের সামরিক আয়োজন ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ চলিবার সংবাদ বহুজনকে সচকিত করে। তবে তাহা কার্যকরী হয় নাই। কারণ জঙ্গীদের ভারতে প্রবেশ এবং হত্যা-লীলা চালান বন্ধ করা যায় নাই। ভারতের রক্তচক্ষুপ্রদর্শন ও শাসানিকে তাহারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ইউরোপীয় সংস্থা এবং রাষ্ট্রসংঘ জঙ্গীদমনের জন্য পাকিস্তানের সামরিক শাসক পারভেজ মোশারফের উপর চাপ সৃষ্টি করিলেও কাজের কাজ কিছু হয় নাই। সুতরাং উক্ত দেশসমূহের প্রচেষ্টা কতটা বাহ্যিক, কতটা আন্তরিক, তাহা বলা যায় না।

কারণ পাকিস্তানে যে সব জঙ্গী সংগঠন রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষ হইতে জঙ্গী রিক্রুটমেন্ট, প্রশিক্ষণপ্রদান, জঙ্গীশিবির পরিচালনা এবং জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গী অনু-প্রবেশ ঘটাইয়া নরহত্যার ক্রিয়াকলাপে কোনও ঘাটতি পড়ে নাই। ভারত প্রতি-কারার্থে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতে থাকিলে আমেরিকা প্রমুখ রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষতঃ আমেরিকা ভারতকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পারভেজ মোশারফকে দিয়াই জঙ্গী দমন করা হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিল। মোশারফ তদনুযায়ী যাহা বলেন এবং করেন, তাহাতে মনে হইয়া-ছিল যে, শান্তি আসিবে। কিন্তু মোশারফের তথা আমেরিকার প্রতিশ্রুতি-আশ্বাস ফলপ্রসূ হয় নাই। কালুচক ও কাশিমনগরের নরহত্যা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাকিস্তান আমেরিকা তথা বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঢালাও অর্থসাহায্য পাইতেছে বলিয়া জানা যায়। এই অর্থ দিয়া জঙ্গী-প্রশিক্ষণ, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ব্যয়িত হইবে যাহা ভারতকে আঘাত হানিবার কাজে লাগিবে। উপরন্তু পশ্চিমী দুনিয়া বিশ্বব্যাঙ্ক ও আমেরিকার মাধ্যমে

সভ্যতা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সভ্যতা শব্দের ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক না, আমরা মোটামুটী কতকগুলি সামাজিক আচার ব্যবহার, আদব কায়দা ও নিয়মের সমষ্টিকেই সভ্যতা বলিয়া বোধ করি, এই সভ্যতা মানবের বড় আদর ও গৌরবের বস্তু। যে জাতি এই সভ্যতালোকে বঞ্চিত অন্যান্য সভ্য জাতিগণ তাহাদের প্রতি অসভ্য, বর্বর প্রভৃতি কতিপয় বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

পরিবর্তনশীল কালের অপ্রতিহত গতিতে সংসারের যাবতীয় বস্তুরই সময়োচিত পরি-বর্তন ঘটিয়া থাকে, প্রত্যেক বস্তুই যেন তাহার পুরাতনত্ব ছাড়িয়া নূতনত্ব পাইবার আশায় ব্যস্ত হইয়া কালের অনন্ত স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চায়। তাই আমরাও আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কিছু নূতনত্ব দিবার আশায় পাশ্চাত্য সভ্যতার শরণ লইয়াছি। অনেক সমাজতত্ত্ববিদের মতে আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই। টড, হুয়েনসাং, মিগাস্থিনিস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় সভ্যতাকে তৎকালীন সভ্যজগতে অতি উচ্চাসনই দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতবাসীর ন্যায় সরল, ধার্মিক, বিদ্বান, সাহসী, বিশ্বাসী, সদালাপী, পরার্থপর ও সংযমী জাতি পৃথিবীতে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর আর সেই সভ্যতাকে সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমরা এখন পুরাতনের স্থলে নূতনকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, আমরা আসল নকল বাছাই করিতে পারি নাই, তাই গুণ অপেক্ষা অগুণের ভাগ অধিক লইয়াছি, তাই বিদ্যা উপার্জন করিতে আসিয়া অবিদ্যার ঝুড়ি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছি। কপটতার সূক্ষ্মাবরণে আপনাকে আচ্ছাদিত রাখিয়া জনসমাজে আপনার প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে শিখিয়াছি।

প্রাচীন সভ্যতা আমাদিগকে ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বধর্মে অনুরাগ, দেব দ্বিজে ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেয় কিন্তু আর আমরা পুরাতনের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। আমরা নূতন সভ্যতা-লোকে প্রাপ্ত নব্য ভারতবাসী উপরোক্ত গুণ-রাশিকে কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, নূতন সভ্যতা আমাদের মনের দুর্বলতা দূর করিয়া দিয়াছে। আমরা এখন পরনিন্দায় তৎপর হইয়াছি, সামান্য দুই টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া একজনের দুইশত টাকা ক্ষতি করিতে আর অধর্মের ভয়ে আমাদিগকে ইতঃস্তত করিতে হয় না, হলপ করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ভগবান মন্দ করিবেন এই তুচ্ছ ভয়ে আর আমরা ভীত হই না, আমরা দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে আমোদ অনুভব করিয়া থাকি। আমরা নির্গুণ ধনবানের কৃপা-কণা পাইবার জন্য মিথ্যা তোষামোদ করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা না করিতে পারি এমন কাজ নাই, ধন্য আধুনিক সভ্যতা! তোমার গুণের কথা লোক সমাজে প্রচার করিবার শক্তি আমার নাই। তোমার অলৌকিক শক্তিতে ভারতবাসী অভিভূত হইয়াছে, যে ভারতবাসী প্রাচীনকালে দান, ধর্ম, ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত সেই ভারতবাসী আজ তোমার প্রভাবে স্বার্থের দাস হইয়াছে, অনেকে বলেন তোমার এখনও সম্পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ ঘটে নাই। সে দিনে না জানি আরও কত দেখিব। (রচনাকাল ঃ ১৩২২ সাল)

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে 'আজাদ কাশ্মীর' হিসাবে ভাবিতে থাকায় তত্রস্থ জঙ্গীশিবির ও ঘাঁটির উপর পাকিস্তান হাত দিতে পারে না, এই মনোভাবের প্রচার মোশারফকে নিশ্চিন্ত ও জঙ্গীদিগকে উৎসাহিত করিতেছে। কালুচক ও কাশিমনগরের মত আরও হত্যার কারবার চালাইবার স্থান অচিরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

এমতাবস্থায় কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এই মুখের বুলি কেন্দ্রীয় নেতাদের নিকট হইতে কাশ্মীরের মানুষ আর শুনিতে নারাজ, কাশিমনগরের ঘটনার পর এইরূপ মনে হইতেছে। কাশ্মীরের মানুষ শান্তি-প্রিয়; কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকার তাঁহাদের নিরাপত্তা প্রদান করুন—ইহা তাঁহাদের ও সকলের কাম্য। পশ্চিমের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি ভারতের রাজনৈতিক, বৈষয়িক—কোনও অভ্যুদয়ই কামনা করে না। তাই ভারতকে একা থাকিয়াই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হইবে।

ভ্রম সংশোধন

গত ৩ জুলাই-এর জঙ্গিপুর সংবাদে 'মামলা মোকদ্দমায় মনিগ্রাম পঞ্চায়েতে কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে, হাতাহাতিতে আবার সভা ভন্ডুল' প্রকাশিত সংবাদে সিপিএমের প্রধান রেখা মালের জায়গায় কংগ্রেসের প্রধান রেখা মাল এবং ২৭ জুনের সভায় গন্ডগোল মেটাতে মহকুমা শাসক, বিডিও, থানার ওসি পঞ্চায়েত অফিসে এসেছিলেন ছাপা হয়েছে। কিন্তু সেদিন মহকুমা শাসক বাদে বাকী সকলে উপস্থিত ছিলেন। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। —সঃ জঃ সঃ

জেলার কলঙ্কিত অফিসার (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ, মনীশ রায় জঙ্গিপুরে থাকাকালীন অরঙ্গাবাদের এক দালাল মারফৎ বিভিন্ন দিক থেকে উৎকোচ নিয়ে গেছেন। ঐ সময় তাঁর খাসকামরা থেকে সিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেটের একটি বই এর কিছু পাতা কাউন্টার পার্ট সমেত উধাও হয়ে যায়। এদিকে জেলা থেকে জঙ্গিপুরের দশজন নকল সিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেট-ধারীর নাম ও নথিপত্র আসে মহকুমা শাসকের দপ্তরে তদন্তের জন্য। কিন্তু রহস্যজনকভাবে মনীশবাবু সবকিছু চেপে দেন। এ ব্যাপারে মনীশ রায় আমাদের প্রতিনিধিকে সে সময় জানান, 'গোপনে তদন্ত চলছে। আমার কাছ থেকে কেউ রেহাই পাবে না' ইত্যাদি। ১৪ এপ্রিল ১৯৯৯ জঙ্গিপুর সংবাদ-এ 'অনুন্নত জাতিদের বঞ্চিত করে ভূয়া প্রমাণপত্র নিয়ে অনেক পরিবার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত' হেডিং-এ দশজন ভূয়া সার্টিফিকেটধারীর নাম ঠিকানা বার হয়। ৫ মে ১৯৯৯ আমরা আর একটি সংবাদ বার করি। সংবাদের শিরোনামে ছিল—'মহকুমা শাসকের বেয়াই হওয়ায় ভাটা মালিকের সাতখুন মাপ, যথেচ্ছ মাটি কাটায় বিপন্ন জাতীয় সড়ক, রেল লাইন ও পঞ্চবটী গ্রাম।' ঐ সংবাদে উল্লেখ করা হয়—জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সুরেশকুমার থেকে শুরু করে ১৯৯৭-এ দেবব্রত পাল এবং রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বি এল আর ও ভরত বিশ্বাসের সময়োচিত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মাটি কাটার কাজ থেকে ইট ভাটার মালিকরা বিরত হয়। ঐ সময় কয়েকটি লরি আটক করা হয় ও ভাটা মালিকদের জরিমানা করে বি এল আর ও রেল লাইন ও পঞ্চবটী গ্রামকে রক্ষা করেছিলেন। গ্রামবাসীদের পক্ষে তুষার ঘোষের অভিযোগ, অজগরপাড়ার মেসার্স মঞ্জু ব্রিকস এর অন্যতম সত্বাধিকারী ও পরিচালক অনিল দাসের ভাইরাভাই সুতী-২ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামের সুকুমার সরকারের মেয়ের সঙ্গে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মনীশ রায়ের ছেলের বিয়ে হয়েছে। ঐ কারণেই কি মহকুমা শাসককে বার বার লিখিত জানিয়েও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। এ ব্যাপারে মনীশ রায়ের কথা—'মানুষের আত্মীয় থাকতেই পারে। আর মাটি কাটার ঘটনা এখানে নতুন নয়। তিনি আরো জানান—'যে কোন কারণেই হোক এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারিনি। তবে যতদূর মনে পড়ছে পুলিশকে জানিয়েছি।' এরপর গত ৫ জানুয়ারী ২০০০ জঙ্গিপুর সংবাদ-এ 'মহকুমা শাসকের খাসকামরা থেকে রহস্যজনক-ভাবে এসসি সার্টিফিকেট বই-এর পাতা উধাও নিয়ে নানা সন্দেহের ঢেউ' শিরোনামে বিস্তারিত একটা সংবাদ বার হয়। এই ঘটনা নিয়ে মনীশ রায়কে প্রশ্ন করলে উনি জানান—'চুরি গেছে কোথা থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই ঘটনা জানতে পেরে থানায় এফ আই আর করা হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে মহকুমা শাসককে তাঁর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অরঙ্গাবাদের জনৈক সাদেক হোসেন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে উনি তাকে চেনেন না বা কত লোকই তার অফিসে আসে বলে প্রসঙ্গটা হাল্কা করে দেন। ঐ সংবাদে আমরা সিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেটের পাতা উধাও এর পিছনে সাদেক হোসেনের হাত থাকাটা আশ্চর্যের কিছু না উল্লেখ করি। মনীশ রায় মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে চলে যাবার পরও আমরা তাঁর সম্বন্ধে একটা চাঞ্চল্যকর খবর জঙ্গিপুর সংবাদ-এ গত ১৪ মার্চ ২০০১ বার করি। সংবাদের হেডিং-এ ছিল—'সামসেরগঞ্জে আই সি ডি এস কর্মী নির্বাচন পরীক্ষায় দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে হাইকোর্টে'। সামসেরগঞ্জ ব্লকের আইসিডিএস প্রকল্পে অঙ্গনওয়ারী ও সহায়িকার ২৪০টি কর্মী পদের জন্য প্রায় ৭০০জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় বসেন। পরীক্ষা পরিচালনা ও খাতা দেখার দায়িত্বে ছিলেন পদাধিকার বলে তদানীন্তন জঙ্গীপুরের মহকুমা শাসক মনীশ রায়। খবরে প্রকাশ, ঐ লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ৫৫/৬০ জন পরীক্ষার্থী ৭০ নম্বরের পরীক্ষায় ৬০ থেকে ৬২ নম্বর পেয়েছেন। এই ফলাফলে আই সি ডি এস দপ্তর বিচলিত। পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে জনৈক প্রার্থী হাইকোর্টের আশ্রয় নিয়েছেন। লিখিত পরীক্ষার সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থীরাও নাকি সাদেকের এলাকা (শেষ পৃষ্ঠায়)

॥ শিক্ষিকা নিয়োগ ॥

দাদাঠাকুর কচি শিক্ষাকেন্দ্রে একজন সহ-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হইবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্নাতক। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ৩/৮/২০০২। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার জন্য সরাসরি যোগাযোগ শ্রীকান্তবাটী হাইস্কুল (প্রাতঃ বিভাগ) সময় ঃ সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত।

অপূর্ব চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক

HDFC ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট Section 88, Section 80D এবং Section 10 (10D)-র আওতায় ট্যাক্স-এ ছাড়।

ফিনানসিয়াল কন্সালট্যাণ্ট ঃ—

কিশোরকান্তি দাস (লাইসেন্স নং ৭০০৪৭৪২৪৫)

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ টেলি ঃ ৬৬২৮৭

MURSHIDABAD COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Banjetia, P.O. Cossimbazar Raj, Murshidabad

Admission to B. B. A. & B. C. A. Courses.

Applications in the prescribed forms are invited for Admission to 3 years B.B.A./B.C.A. Courses under West Bengal University of Technology for the academic session 2002-2003.

Eligibility :

B. B. A.—Higher Secondary (10+2) in General or Vocational Streams of any recognized Board/ Council with 50% marks in English.

B. C. A.—H. S. (10+2) with 50% marks in English & Mathematics/Statistics.

Each applicant must remit Rs. 500/-(Rupees five hundred) only in Bank Demand Draft drawn in favour of 'West Bengal University of Technology' Calcutta, as Application Fee.

The College will admit students in the aforesaid Courses against vacant seats strictly on merit basis.

Last Date for admission is 27-07-2002

Intending candidates are requested to contact the Principal-in-Charge immediately.

A. K. Bhowmik
Principal-in-Charge, M. C. E. T.

17-7-02

Ref. No. : 440/4/I-IV/2002/En Date 17-07-2002

জঙ্গিপুর কলেজে গভর্নিংবডির নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ জুলাই জঙ্গিপুর কলেজে গভর্নিং-বডির নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়েছে। শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের পক্ষ থেকে যথাক্রমে পাঁচ ও ছয়জন মনোনয়নপত্র জমা দিলেও শেষ পর্যন্ত আসনের অতিরিক্ত প্রার্থীগণ প্রত্যাহার করায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল না। শিক্ষক ক্যাটেগরিতে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়েছেন—অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল, অধ্যাপক গৌতম ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নিশীথ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী। শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীরা হলেন—অমৃত সরকার ও রেণুপদ উপাধ্যায়। স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান, ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকারী সদস্য। এই নয়জনের অতিরিক্ত সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত বহিরাগত সদস্যের সংখ্যা তিন। তাঁদের নাম এসে গেলেই জঙ্গিপুর কলেজের নতুন গভর্নিংবডি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

গ্রাম সংসদ সভা না হওয়ায় এলাকায় কাজ হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রধান গ্রাম সংসদের সভা এলাকার স্কুল, ক্লাব বা পঞ্চায়েত দপ্তরে না করে লোকের বাড়ীর বারান্দায় করছেন বলে সি পি এম থেকে বিডিওর কাছে অভিযোগ আনা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাগরদীঘির পঞ্চায়েত অফিসার সরজমিন তদন্তে এসে সরকারী জায়গায় গ্রাম সংসদ সভা করার কথা বলে যান। কিন্তু প্রধান ঐ নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট দিন তাঁর পছন্দমতো জায়গায় সভা করতে গিয়ে বাধা পান বলে খবর। গ্রাম সংসদ সভা না হওয়ায় এলাকায় কোন উন্নয়নমূলক কাজও হচ্ছে না।

বিডিওর কাছে সি পি এমের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রধান মন্ত্রীর আবাসন প্রকল্পের বাকী টাকা প্রাপকদের মধ্যে বিলি, এমপি ল্যাডের টাকায় রাস্তার কাজ চালু করা, সুষ্ঠুভাবে মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনার দাবীতে গত ১১ জুলাই সাগরদীঘির বিডিওকে সি পি এম থেকে ডেপুটেশন দেয়া হয়। এতে নেতৃত্ব দেন জ্যোতিরূপ ব্যানার্জী ও মোহন চ্যাটার্জী।

জেলার কলঙ্কিত অফিসার (৩য় পৃষ্ঠার পর)

নির্মতিতা, ভাসাই পাইকরের বলে জানা যায়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক থাকাকালীন মনীশ রায়ের বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতির অভিযোগ ছিল এ কথা আজ নির্দিধায় জেলা সভাধিপতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু জঙ্গিপুর সংবাদ-এ মনীশ রায়ের অসাধুতার একাধিক সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ পেলেও বা জনসাধারণ এর প্রতিকার আশা করলেও ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ সে সময় উদাসীন ছিলেন।

বিধায়কের জীবনাবসান (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যথিত হন। ঐ সময় এক সাক্ষাতকারে আমাদের প্রতিনিধিকে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে জানান—'বর্তমান প্রেক্ষাপটে তোষণ বা আদর্শচ্যুত না হলে নির্বাচনে দাঁড়ানোর টিকিট পাওয়া যাবে না'। হক সাহেব জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন। জঙ্গিপুর কলেজ পরিচালন সমিতিরও তিনি সদস্য ছিলেন। দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই হক সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২২ জুলাই স্মরণ সভা পালন করা হয়।

চার লিটার দুধ দিচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

দুধ দোয়া শুরু হয়। প্রথম দিন সকালে ৮০০ মিলি এবং রাতে ১১০০ মিলি দুধ দেয়। ১৮/৬/২০০২ তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত বাছুরটির দেওয়া দুধের পরিমাণ ৩৯·৮০০ লিটার বলে এলাকার কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বিমল দত্ত জানান। গর্ভবতী না হয়েও সমানে দুধ দিয়ে চলেছে দেখে গ্রামবাসীরা বাছুরটিকে 'কামধেনু' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। বাছুরটির বর্তমান মালিক শ্রীমতী সাবিত্রী দাস বালিয়া গ্রামেরই অসীম দাসের কাছ থেকে ১৯৯৭ সালে বাছুরটিকে কিনেছিলেন। কামধেনু বাছুর সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে ০৩৪৮৩-৮১২৫২ নম্বরে টেলিফোন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বাছুরটি এখন দৈনিক চার লিটার করে দুধ দিচ্ছে বলে সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, তসর ও
গরদের ব্লাউজ পিসসহ ছাপা
শাড়ী, মুর্শিদাবাদ পিওর
সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—
মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান
বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০
প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।